মহাকবি আলাওল : জীবন ও কাব্য

ওয়াকিল আহমদ
পিএইচ-ডি, ডি-লিট

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম॥

উক্তিটি করেন আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ মুকীম তাঁর রচিত 'গুলে বকাওলী' কাব্যে। তিনি আলাওলকে 'কবিগুরু' এবং 'মহাকবি' বলেছেন। এ যুগে রবীন্দ্রানাথ ঠাকুরকে 'কবিগুরু', 'মহাকবি', 'বিশ্বকবি' বলে অভিহিত করা হয়। কবিদের কবি অর্থাৎ গুরু অর্থে কবিগুরু, মহান বা উচ্চ মার্গের কবি অর্থে মহাকবি এবং বৈশ্বিক চেতনায় সমৃদ্ধ কবি অর্থে বিশ্বকবি বলা হয়ে থাকে। এপিক বা মহাকাব্যের রচয়িতাও 'মহাকবি'; এই অর্থে ভারতবর্ষের ব্যাসদেব, বাল্মীকি, গ্রিসের হোমার, ইলিয়াড, বৃটেনের মিল্টন, ইতালির দান্তে, বাংলার মধুসূদন দত্ত মহাকবি ছিলেন। সেকালের একজন উচ্চ মানের প্রতিভাধর ও অনুসরণযোগ্য কবি অর্থে মুহম্মদ মুকীম আলাওলকে কবিগুরু ও মহাকবি বলে অভিহিত করেছেন। আমরা তাঁরই অনুসরণে আলাওলকে 'মহাকবি' বলেছি এবং গ্রন্থের নামকরণ করেছি।

আলাওলের রচনার পরিমাণ ও গুণাগুণ বিচার করলে আলাওল যে একজন শক্তিমান কবি এবং নানা অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়। তাঁর যুগন্ধর প্রতিভার ও সাহিত্যকর্মের অনন্য দিকগুলি হলো:

(১) তিনি মধ্যযুগের কবিকুলের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক কাব্য রচনা করেন;

(২) তিনি সর্বাধিক সংখ্যক ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন;

(৩) তিনি পণ্ডিত-কবি রূপে আখ্যাত হন;

(৪) অমাত্য-তনয় এবং অমাত্য-সভাকবি হিসেবে তিনি উচ্চবর্গের অন্যতম কবি;

(৫) তিনি দরবার-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ রূপকার ছিলেন;

(৬) তিনি সম্পূর্ণ নাগরিক চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন; তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য, রস-রুচি ও সৌন্দর্যবোধ ছিল উচ্চ মার্গীয়;

(৭) তিনি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা আরোপ করেন;

(৮) তাঁর হাতে মধ্যযুগে বাংলা ভাষা চরমোৎকর্ষ লাভ করে; তিনি আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত শব্দের সুষম প্রয়োগে বাংলার উন্নত 'মান ভাষা' (standard language) নির্মাণ করেন।

Scanned by CamScanner

(৯) তিনি ভারতীয়, আরবীয়-ইরানীয় ও দেশীয় বিষয়কে কাব্যের উপাদান রূপে গ্রহণ করে নজিরবিহীন একটি সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র রচনা করেন।

গোপাল হালদারের মতানুসারে এর সঙ্গে আরও দুটি গুণ যোগ করা যায়-

(১০) আলাওলের কাব্যে বাংলা কবিতা 'নব্য-ক্লাসিকতা'র মহিমা লাভ করে;

(১১) আলাওল 'বাংলা জাতীয় সাহিত্যে'র প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

এসব কারণে আলাওল সম্পর্কে যাঁরাই আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই কবির গুণকীর্তন করেছেন। তিনি জীবিতকালে রোসাঙ্গের পৃষ্ঠপোষক রাজপুরুষ ও মহাজনদের প্রশংসা পেয়েছেন। কর্মজীবনের শুরুতেই রোসাঙ্গবাসীরা আলাওলকে 'তালিব এলম' বলে 'বহুতর সম্ভাষ' ও 'আদর' করত।-

সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষ বহুতর।
তালিব এলম বুলি করন্ত আদর॥- পদ্মাবতী

তিনি মহন্তজনের গৃহে 'পাঠ গীত সংগীত' শিক্ষা দিতেন। তারা তাঁকে 'গুরুভাবে' সম্মান করত। এ সম্পর্কে কবি বলেন,

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সংগীত শিখাইলুঁ বহুতর॥
বহুত মহন্ত লোকে কৈলা গুরুভাব।
সকলের কৃপা হোন্তে ছিল বহু লাভ॥- সিকান্দরনামা

শাহ সুজার বিদ্রোহের সাথে আলাওলের যোগসূত্র ছিল- এরূপ অভিযোগে তিনি ৫০ দিবস কারাভোগ করেন। তাঁর গৃহস্থালি ও বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে কবি মহাসংকটে পড়েন; কিন্তু তখনও রোসাঙ্গবাসী কবির প্রতি শ্রদ্ধা হারায় নি।- 'গুণ হেতু মহাজনে করন্ত আদর।' কবির জ্ঞান-গরিমার কারণে রোসাঙ্গের কাজী পীর সৈয়দ মসউদ শাহা তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং 'কাদেরী খিলাফত' দান করেন।-

সৈয়দ মসউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি॥
দয়াল চরিত পীর আতুল মহত্ত্ব।
কৃপা করি দিলেক কাদেরী খিলাফত॥- সিকান্দরনামা

কবির প্রথম পৃষ্ঠপোষক প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর কবিকে 'বহুল সম্মান' ও 'অন্ন বস্ত্র দান' করেন।-

অনেক আদর করি বহুল সম্মানে।
সতত পোষন্ত আমা অন্ন বস্ত্র দানে॥- পদ্মাবতী

অমাত্যসভায় গুণীজনের মুখে 'পদ্মাবতী কথন' শুনে তিনি আলাওলকে দেশী ভাষায় তা রচনা করার অনুরোধ জানান। অর্থাৎ আলাওলের কবি-প্রতিভা পূর্বেই প্রচার ও স্বীকৃতি

লাভ করেছিল। মাগন ঠাকুর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যেরও প্রেরণাদাতা; তাঁর চোখে আলাওল তখন 'গুরু'র আসনে অধিষ্ঠিত।

আমাকে বলিলা গুরু কর অবধান।
ফারসির ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরাণ॥
সকলে না বুঝে এহি ফারসির ভাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব॥ -সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

কবির দ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক রোসাঙ্গের 'মহাপাত্র' সোলায়মান একই কারণে তাঁর অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি হরষিত চিত্তে কবিকে 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' রচনার নির্দেশ দেন।- 'হরষিতে আদেশ করিলা আহ্মা প্রতি।'

কবির তৃতীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সৈয়দ মহাম্মদ খান। তাঁর অনুরোধক্রমে আলাওল 'সপ্ত পয়কর' রচনা করেন। কবি বলেন,

তান সভাসদ থাকি সভাসদ হইয়া।
শাস্ত্র নীতি রসকথা প্রসঙ্গ কহিয়া॥- সপ্ত পয়কর

কবির চতুর্থ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মুসা। সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্য সম্পন্ন করার আগেই মাগন ঠাকুর মারা যান। প্রায় নয় বছর পরে সৈয়দ মুসা কবিকে ঐ কাব্য সমাপ্ত করার অনুরোধ করেন। 'বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হএ' বলে কবি অক্ষমতা প্রকাশ করলে সৈয়দ মুসা বলেন-

তবে আমা গঞ্জিআ কহিলা গুণমণি।
অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী॥
যাহার বচনে লোকে পায় উপদেশ।
তাহার মৌনতা যুক্ত না হয় বিশেষ॥- সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

'অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী'- তখন রোসাঙ্গে আলাওলের এটাই মুখ্য পরিচয় ছিল। কবির পঞ্চম এবং শেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'মহামাত্য' মজলিস নবরাজ। তিনি কবিকে 'সিকান্দরনামা' রচনা করার আদেশ দেন। সভার গুণীজনের মধ্যে আলাওল অধিক কৃপাদৃষ্টি ও আনুকূল্য লাভ করেন।-

সাদরে আনিয়া আহ্মা কৈল সভাসদ।
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর॥...
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ॥- সিকান্দরনামা

সমকালের অভিজাত বৌদ্ধিক সমাজ যে আলাওলের জ্ঞান-গরিমার ও কবি-প্রতিভার জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও সমীহ প্রকাশ করেছেন, এসব দৃষ্টান্ত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এর প্রায় একশ বছর পরে মুহাম্মদ মুকীম মাত্র দুটি শব্দে আলাওলের কবিত্বকে মূল্যায়িত করেছেন।

Scanned by CamScanner

পাণ্ডুলিপির ধূসর জগত থেকে আলাওলকে উদ্ধার করে মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তায় আলোর জগতে এনে আধুনিক যুগের বোদ্ধা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে আরও দেড়শ বছর পার হয়ে যায়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই এ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বর্তমানে আলাওলের সমগ্র রচনাবলি আমাদের হাতে এসেছে। মুহম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানার যৌথ সম্পাদনায় 'আলাওলের রচনাবলী' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখন উৎসাহী পাঠক-গবেষকের সুবিধা হয়েছে আলাওলের সমগ্র রচনা পাঠ করার।

আধুনিক যুগে যাঁরা আলাওলের কবি-প্রতিভা এবং রচনা সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন, এখন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেন

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগন, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশা অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; আয়ুর্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন; জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন।- [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৩২১]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মধ্যযুগের বাংলার কবিদের মধ্যে আলাওলের স্থান অতি উচ্চে। সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেই যুগে কোনও কবি ছিলেন না, একথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে।... ভাষাজ্ঞান ব্যতীত আলাওল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃতপিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসউফ, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, অশ্বচালন বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।... ভাষাজ্ঞান ও বহু গ্রন্থ রচনা এই দুই বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণীয় কবি।... সকলের চেয়ে আশ্চর্য হই আমরা এই মুসলমান কবির অনিন্দ্য সাধু ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া।- [পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৩৫৬]

সুকুমার সেন

মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আলাওলের রচনায় অনাবশ্যক ইসলামি গন্ধ নেই।... দৌলত কাজী ছিলেন আসলে গীতিকবি, আলাওল প্রধানত কাব্যকথক। সুফী সাধক ছিলেন দুজনেই। আলাওলের লেখায় কবির আত্মপ্রবণতার পরিচয় আছে বেশী, পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও কম নেই।- [ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, পৃ. ৩০]

গোপাল হালদার

তিনিই সভার শ্রেষ্ঠ কবি। 'সতীময়না'র শেষাংশ রচনায় তিনি কবিত্বে দৌলত কাজীর সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি, তা সত্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আলাওল

তথাপি বৃহত্তম প্রতিভা। সে প্রতিভা বহুমুখী,- সঙ্গীতে, নৃত্যে, দর্শনে বহু বিষয়ে তা স্বচ্ছন্দ; ভাবৈশ্বর্যেও তাঁর প্রেম গভীর; সুফী প্রেমোন্মাদনার ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সংযোগে তা চিত্তস্পর্শী। তাঁর কবিকৃতি ও বাণী-রচনাও অকৃত্রিম; বাঙলার কাব্যের সীমান্ত তিনি ক্লাসিক-ধর্মী বা শিষ্ট-বাণীরূপে মার্জিত করে যান। সর্বোপরি ধর্মসংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতার এমন একটি ভাবলোক আলাওল সৃষ্টি করেছেন যা মধ্যযুগে দুর্লভ। তাই কবিকঙ্কণের মত মানব-চরিত্র রসিক না হলেও কিংবা পদাবলী কবিদের মত সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও, আলাওলই একমাত্র কবি যিনি সেই মধ্যযুগের পার থেকেও তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথকে।- [বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ১ম খণ্ড, ১৩৭০, কলকাতা, পৃ. ১৬৬]

মুহম্মদ এনামুল হক

মহাকবি আলাওল রোসাঙ্গ-রাজসভা কবিদের অন্যতম হইলেও বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবী, মহাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা কবি বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। ভাব-সম্পদ ও রচনা-পারিপাট্যে বাংলার খুব কম কবিই তাঁহার সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা রাখে।- [মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ২৪১]

সৈয়দ আলী আহসান

আলাওল মধ্যযুগের সপ্তদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহে আলাওলের বিশিষ্টতা এবং প্রাধান্য নির্ধারিত এবং স্বীকৃত। জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দসম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের দক্ষতায় এবং কুশল শিল্পচর্চায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যদিও তাঁর সমগ্রসৃষ্টির মধ্যে প্রধান গ্রন্থ কয়টি মৌলিক নির্মাণের গৌরব রাখে না, তথাপি প্রধানতঃ তৎসম শব্দের ব্যবহারে এবং গৃহীত বাংলা ছন্দের পরিচর্যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানগত নতুন নতুন সংযোজনে আলাওল মৌলিক কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।- [পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪]

ক্ষেত্রগুপ্ত

পদ্মাবতী কাব্যকে মাঝে মাঝে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বাতায়ন নামে চিহ্নিত করবার বাসনা জাগে। এ কাব্যে যেন ঘর থেকে বার করে আনে– সে পথ উদ্দাম উল্লাস, অট্টাহাস, প্রবল গতি ও বিচিত্র দুঃসাহসিক অভিযানের পদচিহ্নে ধন্য।- [প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬০]

আলাওলের কবি-প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের কথা কমবেশী সবাই বলেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবির বহু ভাষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের প্রশংসা করেন; তাঁর কাব্যাঙ্গিকে 'সাধু ভাষা' প্রয়োগেরও প্রশংসা করেন। সুকুমার সেন বলেন, আলাওলের কাব্যে 'অনাবশ্যক ইসলামি গন্ধ নেই', তবে 'আত্মপ্রবণতার পরিচয়' আছে। গোপাল হালদার অনেক বিষয়ে মন্তব্য করেছেন- বাংলা সাহিত্যে আলাওলের প্রতিভা 'বৃহত্তম' ও 'বহুমুখী'; তাঁর 'কবিকৃতি ও বাণীরচনাও অকৃত্রিম'; তিনি বাংলা কাব্যের সীমান্তকে 'ক্লাসিক-ধর্মী ও শিষ্ট বাণীরূপে মার্জিত' করেন; তিনি 'ধর্মসংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতা'র একটি দুর্লভ ভাবলোক সৃষ্টি করেন; মধ্যযুগে তাঁর 'উদার মানবিকতা' কতকাংশে এ যুগের

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, আলাওল 'মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা'; 'ভাব-সম্পদ ও রচনা-পারিপাট্যে' তাঁর তুলনা বিরল। সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দসম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের দক্ষতায় এবং কুশল শিল্পচর্চায়' আলাওল মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি; তিনি মূলত অনুবাদক কবি হয়েও 'তৎসম শব্দের ব্যবহারে এবং গৃহীত বাংলা ছন্দের পরিচর্যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানগত নতুন নতুন সংযোজনে' মৌলিক কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষেত্রগুপ্ত পদ্মাবতী কাব্যকে 'মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের বাতায়ন' বলেছেন, ধর্মভাবের ঘেরাটোপ থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দেন আলাওল।

আলাওল সম্পর্কে যাঁরা এসব মন্তব্য করেছেন, কেউ আলাওলের সমগ্র রচনা পাঠ করেন নি। তারপরও তাঁরা এরূপ সপ্রশংস বাক্য উচ্চারণ করেছেন। আলাওলের এক এক কাব্য এক এক সময়ে সম্পাদিত হয়েছে; তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পদ্মাবতী' দীর্ঘকাল ধরে আংশিক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়ে এসেছে। আলাওল রচিত 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' অংশটি সম্পাদিত না হওয়ায় দীর্ঘদিন তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। আলাওলের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ায় এখন সেসব বাধা দূরীভূত হয়েছে।

আমরা শুরুতে আলাওলের যে নয়টি 'অনন্য গুণে'র কথা বলেছি, এখন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। আলাওল সর্বাধিক সংখ্যক কাব্য রচনা করেন। এযাবৎ তাঁর রচিত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য, একটি অর্ধাংশ কাব্য, একটি সঙ্গীত বিষয়ক খণ্ডকাব্য এবং ১৫টি পদ বা গীতিকবিতা সম্পর্কে জানা গেছে। তাঁর সমগ্র রচনা মূল উৎস ও পৃষ্ঠপোষকসহ একটি ছকে নিম্নরূপে দেখা যায় :

কাব্য	প্রকাশ কাল	পৃষ্ঠপোষক	মূল কাব্য	মূল কবি
পদ্মাবতী	১৬৪৮/১৬৫২	মাগন ঠাকুর (প্রধান অমাত্য)	পদুমাবত (হিন্দি)	মুহম্মদ জায়সী
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	১৬৫৮-৬৯	মাগন ঠাকুর ও সৈয়দ মুসা (রাজ-অমাত্য)	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (ফারসি)	-
সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	১৬৫৯	সোলায়মান (প্রধান অমাত্য)	মৈনাসত (হিন্দি)	সাধন
তোহফা	১৬৬৪	ঐ	তুহফাত-ই-নেসাঈহ্ (ফারসি)	ইউসুফ গদা
সপ্ত পয়কর	১৬৬৫	সৈয়দ মহাম্মদ খান (সৈন্যমন্ত্রী)	হফত্ পয়কর (ফারসি)	নিজামী গঞ্জবী
সিকান্দরনামা	১৬৭২	মজলিস নবরাজ (রাজ-সচিব)	সিকান্দরনামা (ফারসি)	নিজামী গঞ্জবী

রাগতালনামা	-	-	-	ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র (সংস্কৃত)
গীতিকবিতা	-	-	-	মৌলিক রচনা

সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী ছাড়া কবির রচিত অপর চারখানি আখ্যানকাব্য আকারে বৃহৎ। ফারসি সিকান্দরনামা তথা শাহনামা মহাকাব্য বলেই গণ্য হয়ে থাকে। পয়ার ও ত্রিপদী আকারে তিনি সব মিলিয়ে চল্লিশ সহস্রাধিক চরণ রচনা করেন। তালিকায় ভাষার প্রসঙ্গটিও উঠে আসে। মূল কাব্যসমূহ হিন্দি ও ফারসি ভাষায় রচিত। আলাওল উভয় ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন। অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে আরবি ও ফারসি ভাষা বাল্যকালেই শিখে থাকবেন, তা অনুমান হলেও সত্য। কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার উদ্ধৃতি ব্যবহার এবং সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি থেকে নানা উপমা, প্রসঙ্গ ও রূপকল্পের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কতক গীতিকবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার আছে। সুতরাং তিনি ঐ ভাষার ঢঙটি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি মগ অধ্যুষিত আরাকান রাজ্যে দীর্ঘকাল সপরিবারে অতিবাহিত করেছেন; তিনি মগদের মাতৃভাষা মঘী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক। এভাবে বাংলাসহ মোট ৭টি ভাষার ওপর আলাওলের জ্ঞানের পরিচয় মিলে।

উক্ত তালিকা থেকে রাজ-দরবারের সাথে আলাওলের সংশ্লিষ্টতার বিষয় এসে যায়। তাঁর আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক পাঁচজনই রোসাঙ্গের রাজ-দরবারে অতি উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলাওল প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ মগরাজার দরবার-কবি নন, মুসলমান অমাত্যদের সভা-কবি ছিলেন; তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা ও স্তুতি করেছেন। তিনি মগরাজাদেরও সবিস্তারে প্রশংসা ও স্তুতি করেছেন। মগেরা বীর, দুর্ধর্ষ, বর্বর জাতি হলেও আলাওল তাদের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা এবং প্রজা-হিতৈষণার গুণগান করেছেন। আরাকানের মগরাজাদের প্রায় সাড়ে তিনশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে সম্ভবত ঐ সময় সর্বোচ্চ উন্নতির যুগ ছিল। আলাওলের অতিকথন ও উচ্ছ্বাসের অংশ বাদ দিলেও সেকালের সামন্ত শাসকের দরবার-জীবনের বর্ণাঢ্য আড়ম্বর, সম্পদের জৌলুষ, ক্ষমতার দম্ভ, ভোগ-বিলাসিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। অমাত্য-সভার অভ্যন্তরে এবং রাজসভার সংস্পর্শে থেকে তিনি এসব প্রত্যক্ষ করেন এবং দরবার-সংস্কৃতির অন্তর-বাইরের রূপ-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম দিকে রাজা নরপতিগির উত্থানে এবং মধ্যভাগে শাহ সুজার পতন ও কবির কারাভোগে দরবার-জীবনের নির্মম ও রক্তাক্ত দিকগুলি সম্বন্ধেও তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পদ্মাবতী কাব্যে রোসাঙ্গ-রাজার স্তুতিবাক্য হয়তো পরবর্তীকালে কবির কারাদণ্ড মওকুফের সহায়ক হয়েছিল। অমাত্য-তনয় হিসেবে কবির বাল্য ও কৈশোর জীবন মজলিস কুতবের প্রশাসন কেন্দ্র ফতেহাবাদ নগরীতে কেটেছিল। মজলিস কুতব বার ভুঁইয়ার একজন সামন্ত হিসেবে স্বাধীন নৃপতি ছিলেন; পরে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করলেও শুধু বাৎসরিক কর দিয়ে স্বাধীন সামন্তের জীবনযাপন করতেন। সুতরাং

Scanned by CamScanner

আলাওল আজীবন দরবার-সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত হন; দরবার-সংস্কৃতি তাঁর রক্তের সাথে মিশে ছিল। দরবারের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কন তাঁর জন্য স্বভাবসিদ্ধ ও অনায়াসসাধ্য ছিল। পদ্মাবতীর নায়ক রাজা রত্নসেন সিংহল-রাজার দরবারে শাস্ত্র ও তত্ত্ব আলোচনায় এবং নগরবাসীর সামনে অশ্বচালনা, চৌগানখেলা, পাশাখেলায় অংশগ্রহণ করে আপন যোগ্যতার প্রমাণ দেন; মূলে এর অনেক কিছু না থাকলেও আলাওল আপন অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। দরবারের কবি হিসেবে কেবল বিদ্যাপতির সঙ্গে আলাওলের তুলনা চলে। কিন্তু তিনি মিথিলার কবি ছিলেন; ব্রজবুলিতে কিছু পদ রচনা করেন, যা একটি কৃত্রিম ভাষা। খাঁটি বাংলা ভাষায় তাঁর কোন প্রকার রচনা নেই।

এ প্রসঙ্গে নগর-চেতনার কথা এসে যায়। মধ্যযুগে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার খুব সীমিত ছিল। রাজ-প্রাসাদ ও প্রসাশন কেন্দ্রিক নগরের বিস্তারও সীমিত ছিল। আলাওল আরাকানের রাজসভা, অমাত্যসভা, মগ-হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত নগরবাসী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে নানা বিদেশীদের গমনাগমনের যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে রোসাঙ্গ একটি বহুজাতিক (cosmopolitan) নগরীর চরিত্র লাভ করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। পদ্মাবতী কাব্যের 'রোসাঙ্গের প্রশস্তি' অংশ থেকে একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করা যায়:

নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপছায়া তল।
আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রূমী
খোরাসানী উজবেকী সকল॥
লাহোরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
ভূপালী কুদংসরী কান্নাই মনল আবারি
আচি কুচি কর্ণাটকবাসী॥
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাঙ্গ বরমা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাতি।
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কান্টিনাল আর ফরাসিস।
হিস্পানি আলমানি চোলদার নসরানী
নানা জাতি আর পর্তুগীস॥
মগদের যত সৈন্য সর্ব রণে অগ্রগণ্য
সংখ্যাহীন কটক অপার।
মহান্ত অমাত্যগণ ছত্রধারী জনে জন
শুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার॥ -পদ্মাবতী, পৃ. ৭

এরা অবশ্য আলাওলের কাব্যের পাঠক সম্প্রদায় ছিল না, তাঁর কাব্যের পাঠক ছিল অমাত্যসভার ও নগরীর বঙ্গভাষী জ্ঞানীগুণী জন। কবির আদেষ্টাগণের বক্তব্য ছিল: মূল কাব্যের ভাষা অনেকে জানে না, দেশী ভাষায় তা রচনা করলে তাদের আশা পূর্ণ হয়। মাগন ঠাকুর বলেন-

এহি পদ্মাবতী রসে রচ রস কথা।
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোথা॥
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষ।
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা॥- পদ্মাবতী, পৃ. ৯

আমাকে বলিলা গুরু কর অবধান।
ফারসির ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরাণ॥
সকলে না বুঝে এহি ফারসির ভাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব॥- সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, পৃ. ৪৫৭

সোলেমান বলেন-

প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল এহি রস কাব্য গাঁথা।
সাঙ্গ হৈলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হএ।
শ্রোতা পাঠকের মন আরতি পূরএ॥- সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী, পৃ. ১৪৯

তোহফা কিতাব শুনি মনেত কৌতুক মানি
মোক আজ্ঞা কৈল হরষেতে॥
দেখ এই সুকিতাব পড়িলে অনেক ভাব
কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ।
যদি হএ দেশী ভাষা পূরএ মনের আশা
রচ তাক পয়ার প্রবন্ধ॥- তোহফা, পৃ. ৪১৩

মজলিস নবরাজ বলেন-

গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হএ মন।
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন॥...
এথ ভাবি আক্ষা প্রতি করিল আদেশ।
মোর নামে গ্রন্থ রচ যত্তনে বিশেষ॥- সিকান্দরনামা, পৃ. ৩১৫

আলাওল উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর একজন সদস্য হয়ে তাদের মধ্যে থেকে তাদের জন্যই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর রচনায় এ শ্রেণীর রস-রুচি-অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটবে- এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার প্রখরতা, বুদ্ধির দীপ্তি, লিপিচাতুর্য, সংযত রস-রুচি, মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষা ইত্যাদি নাগরিকতার লক্ষণ তাঁর কাব্যের ভূষণ। আলাওলের ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, স্থানিক ও কালিক পরিবেশ,

Scanned by CamScanner

কাব্যের পাঠক-শ্রোতা সব কিছু মিলে যে বলয় রচনা করেছিল, তার বাইরে যাওয়া আলাওলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতচন্দ্রকে নগর-চেতনার কবি বলা হয়। তাঁর রচনায় বুদ্ধিবৃত্তির ও লিপিকুশলতার ছাপ আছে সত্য, কিন্তু স্থান-বিশেষে গ্রাম্যতা, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতার অভিযোগ থেকেও তিনি মুক্ত নন। আলাওল নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও লিপিচাতুর্য উভয় গুণে ঋদ্ধ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চপল ভাব, লঘু রস বা অশ্লীল রুচির কোন অভিযোগ নেই।

আলাওলের বৃহত্তম ও বহুমুখী প্রতিভার সাথে পাণ্ডিত্যের মিশ্রণ ঘটেছিল। কখনও কখনও পাণ্ডিত্য প্রকাশের কৌতূহল কাব্যকাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। সুকুমার সেন আলাওলের কাব্যে যে 'আত্মপ্রবণতা'র কথা বলেছেন, তাতে উক্ত কৌতূহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্যে দৌলত ও আলাওল রচিত অংশের তুলনামূলক আলোচনায় কাজী দৌলতকে 'শ্রেষ্ঠ কবি'র আখ্যা দিয়েছেন। এরই সূত্র ধরে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে আলাওলকে অনেকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। আলাওলের পরিণত বয়সের রচনা 'পদ্মাবতী' সর্বোৎকৃষ্ট; তবে পরবর্তীকালের কোন কোন রচনা বার্ধক্যের ভারে আড়ষ্ট- সে কথা আলাওল স্বয়ং স্বীকার করেছেন। সুকুমার সেন দৌলত কাজীকে 'গীতিকবি' এবং আলাওলকে 'কাব্যকথক' বলেছেন। গোপাল হালদার আলাওলের রচনাকে 'নব্য ক্লাসিকধর্মে'র মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে কাজী দৌলত ও আলাওলের প্রতিভা ছিল ভিন্নমুখী; তাই অভিন্ন পাল্লায় তাঁদের মাপা ঠিক হবে না। আলাওলের প্রতিভায় সূর্যের তেজ ও দীপ্তি; কাজী দৌলতের প্রতিভায় চন্দ্রের আভা ও স্নিগ্ধতা। হীরা ও মুক্তা উভয় মূল্যবান; হীরার উজ্জ্বলতা এবং মুক্তার পেলবতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। আলাওলের প্রতিভায় আছে হীরার দ্যুতি, আর কাজী দৌলতের প্রতিভায় মুক্তার মাধুর্য। আমাদের মতে, উভয়ই উত্তম; এখানে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের প্রশ্ন অবান্তর।

আলাওল হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ব্যবহারে সম্পূর্ণ নির্মোহ ও উদার ছিলেন। মধ্যযুগে অন্য কবির ক্ষেত্রে এমনটি আর লক্ষ করা যায় না। পদ্মাবতীর ও লোর-চন্দ্রানীর কাহিনী ও চরিত্র ভারতের এবং সপ্ত পয়কর, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ও সিকান্দরনামার কাহিনী ও চরিত্র আরব্য-পারস্যের প্রাচীন লোককথা ও ঐতিহ্য আশ্রিত; তোহফাতে আছে মানবচরিত্র গঠনের নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞান ও উপদেশ। তিনি ভারতীয় ও আরবীয় ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্য থেকে উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, আপ্তবাক্য ইত্যাদি রচনায় উদার মনোভাব গ্রহণ করেছেন। উপমাদি অলঙ্কার অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত থেকে নিয়েছেন। কাব্যের হামদ-নাত-আসহাব প্রশস্তি রচনায় মুসলিম সংস্কৃতির বিশ্বস্ত অনুসরণ আছে। সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে, আলাওল হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির একত্রে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মগেরা অতি দুর্ধর্ষ ও বর্বর জাতি ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর আত্মজীবনীতে 'মানুষের আকৃতিতে জানোয়ার' বলে মগদের অভিহিত করেছেন। কিন্তু আলাওল 'রোসাঙ্গ-রাজ প্রশস্তি' অংশে মগ-রাজার রূপ-যশঃ-কীর্তির ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। শাহ সুজার হত্যাযজ্ঞ এবং নিজের কারাভোগের পরও তিনি কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি বা বিরাগভাজন হন নি। আলাওলের উদার, সহনশীল, সংযমী ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সাথে পরবর্তীকালে কেবল লালন শাহ, মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের তুলনা করা চলে। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যের প্রয়োগে ভেদমুক্ত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষার পরিচর্যায় কেউ আলাওলকে অতিক্রম করে যান নি। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আঞ্চলিকতা এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় গ্রাম্যতার প্রভাব আছে। আলাওলের ও ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যের ভাষায় নাগরিকতার ছাপ আছে। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও ফারসি জানতেন। তিনি সমকালীন বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ছন্দ-অলঙ্কার চাতুর্যে তথা লিপিকুশলতায় তিনি বাংলা ভাষার সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন সত্য, তবে 'কাব্যরস' সৃষ্টির লক্ষে তিনি মান ভাষার পাশাপাশি 'যাবনি মিশাল' ভাষাও ব্যবহার করেছেন। শিষ্ট ও মার্জিত ভাষার ব্যবহারে আলাওলের কোনরূপ শৈথিল্য বা বিচ্যুতি ছিল না। তিনি মান ভাষা ও রুচিশীল ভাষা প্রয়োগে সদা যত্নবান ছিলেন। মধ্যযুগে তাঁর হাতেই বাংলা ভাষা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নে (sanskritization) আলাওলের জুড়ি নেই। তবে উনিশ শতকের 'পণ্ডিতি গদ্যে'র মতো তা দুরুচ্চার্য ও দুষ্পাঠ্য ছিল না। আলাওল সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রয়োজনমত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এরূপ শব্দ প্রয়োগে বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট করেন নি, সমৃদ্ধ করেছেন। তোহফা কাব্য ব্যতিরেকে অন্য সব গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য আছে। লক্ষণীয় যে, ভাষা-পরিচর্যায় আলাওল কোথাও রীতিভ্রষ্ট হন নি; বার্ধক্যজনিত কারণে শেষের দিকে কিছু শিথিলতা ছিল, যার জন্য তিনি পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি 'বচন'কে 'রতন' জ্ঞান করে সচেতনভাবেই কাব্যানুশীলন করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আলাওল 'জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি' স্থাপন করেন বলে গোপাল হালদার যে মন্তব্য করেন, তার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হলো- আলাওল ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ মানবরসের কাব্য রচনা করেন। জায়সীর পদুমাবত, সাধনের মৈনাসত, নিজামীর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল সুফি অধ্যাত্মপ্রেমের রূপক কাব্য। আলাওল এগুলির অনুবাদে মানবপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আলাওলের পূর্বে সগীর, বাহারম খান, মুহম্মদ কবির, কাজী দৌলত একই ধারার রোমান্স কাব্য রচনা করেন। আলাওল এ ধারাকে ব্যাপকতা ও গভীরতা দান করেন। তিনি কাব্যে চরিত্রের মুখ দিয়ে সুযোগমত মানুষের কর্তব্যবুদ্ধির ও নীতি-নৈতিকতার বাণী শুনিয়েছেন; এতে তাঁর সেকুলার বা জাগতিক চেতনাই প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ মঙ্গলকাব্যগুলিকে 'জাতীয় কাব্য' (national poetry) বলতে চান। কিন্তু দেব-মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ধর্মপ্রচার যেসব কাব্যের মূল

Scanned by CamScanner

লক্ষ্য, সেসব কাব্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশের মানুষের কাছে জাতীয় মহিমা লাভ করতে পারে না। আলাওলের রচনা সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, তিনি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ব্যবহারে কোন ভেদরেখা টানেন নি। তৃতীয় কারণ তাঁর ভাষাদর্শ। তিনি বাংলা ভাষাকে ক্লাসিকধর্মী গাম্ভীর্য ও ওজঃগুণ দান করে একটি উন্নত 'মান ভাষা' সৃষ্টি করেছেন। তিনি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি উৎস থেকে অকাতরে শব্দ গ্রহণ করেছেন; প্রয়োজনে পরিভাষাও নির্মাণ করেছেন। প্রবাসী কবির মাতৃভাষা-প্রীতি এক অসাধারণ মহিমায় ও গরিমায় অনুরঞ্জিত হয়ে আছে।

প্রথম অধ্যায়

জীবনকথা

আলাওল মধ্যযুগের একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর প্রকৃত সাল জানা না গেলেও তাঁর জীবৎকালের পরিধি নির্ণয় করা যায়। তাঁর প্রায় সব গ্রন্থের রচনাকাল জানা গেছে। শেষ গ্রন্থ 'সিকান্দরনামা' রচিত হয় ১৬৭২ সালে, তখন কবি বার্ধক্যে উপনীত হন। ১৬৬৫ সালে রোসাঙ্গের সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ 'সপ্ত পয়কর' রচনার অনুরোধ জানালে কবি নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেন,

তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপি পিঁজরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত ॥

এর চার বছর পর ১৬৬৯ সালে রাজ-মন্ত্রী সৈয়দ মুসার নির্দেশে আলাওল 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যের অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। এখানেও তিনি স্বীয় বার্ধক্যর কথা একাধিকবার উল্লেখ করেন। 'বৃদ্ধ হইলুঁ অখনে হৈলুঁ বলহীন।' অথবা, 'বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হএ।' এর আরও তিন বছর পরে 'সিকান্দরনামা' রচনার সময় কবি অধিক বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যান। কবির আদেষ্টা মজলিস নবরাজ কাব্য-রচনার অনুরোধ করলে তিনি বলেন,

তবে আহ্মি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষ যে রাজ দায় অধিক জঞ্জাল ॥
নিরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিস দয়া কৈল অতি ॥

রোসাঙ্গের কাজী সউদ শাহ্ আলাওলকে 'কাদেরী খিলাফৎ' দান করেন। এর এগার বছর পরে তিনি 'সিকান্দরনামা' রচনা করেন। সুতরাং 'খিলাফৎ' লাভের বছর ছিল ১৬৬২ সাল। সাধারণত পরিণত বয়সেই একজন ব্যক্তি ধর্মগুরুর সম্মান পান। তিনি বেশ পরিণত বয়সে পীরের নিকট থেকে দীক্ষা পান। ষাট বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে আলাওল 'কাদেরী খিলাফৎ' লাভ করলে এবং এ-বয়সকে বার্ধক্যের দ্বার-প্রান্ত হিসাবে ধরলে তিনি যে ঐ শতকের গোড়ার দিকে জন্ম গ্রহণ করেন, তা এক রকম নিশ্চিত ভাবে ধরা যায়। অর্থাৎ সতের শতকের শুরু থেকে সাত দশক পর্যন্ত কবির জীবৎকালের পরিধি ছিল। 'তোহফা'য় (১৬৪৪) ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সকে

Scanned by CamScanner